দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 13 OCT 2009
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষে অনুষ্ঠানে বক্তারা

কর্মজীবী শিশুদের স্কুলে ধরে রাখতে স্কুল ফিডিং চালু করতে হবে

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত কর্মজীবী শিশুদের এক অনুষ্ঠানে বলা হয়, কর্মজীবী শিশুদেরকে ধরে রাখতে হলে তাদের জন্যে স্কুলে খাবার প্রদান পদ্ধতি (স্কুল ফিডিং) চালু করতে হবে। বলা হয়, অনেক কর্মজীবী শিশুই দেখা যায় স্কুল চলাকালীন ক্ষুধার কষ্টে ভোগে। এর পাশাপাশি বক্তারা কর্মজীবী শিশুদের লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার জন্যে তাদের প্রতি কর্মস্থলের মালিকদের সহানুভূতিশীল হওয়ার আহবান জানান।

শহরে কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্পের (২য় পর্যায়) শিক্ষার্থীদের নিয়ে গত রবিবার তেজগাও-এর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ভবনে ব্যুরো আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী ডা মোঃ আফছারুল আমীন বলেন, কর্মজীবী শিশুরা নানা প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে তাদের লেখাপড়া চালায়। মন্ত্রী এসব শিশুর কর্মস্থলের মালিকদের প্রতি আহবান জানিয়ে বলেন, আপনাদের একটু সহায়তা পেলে এসব শিশুর তাদের শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হতে হয় না।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব বদরুল আলম তরফদার বলেন, শহরে কর্মজীবী শিশুদের জন্য মৌলিক শিক্ষা প্রকল্পের (২য় পর্যায়) মাধ্যমে আমরা ১০ থেকে ১৪ বছর বয়সী ১ লাখ ৬৬ হাজার ১৫০ জন কর্মজীবী শিশুকে ৬ হাজার ৬৪৬টি কেন্দ্রের মাধ্যমে মানসম্মত জীবনদক্ষতা উন্নয়ন শিক্ষা প্রদান করেছি। তিনি বলেন, কর্মজীবী শিশুদের জন্যে সারা দেশে এরকম প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর মহাপরিচালক ও অনুষ্ঠানের সভাপতি রেজাউল কাদের তার বক্তৃতায় কর্মজীবী শিশুদের শিক্ষার এ প্রকল্পটির তৃতীয় পর্যায় চালুর ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তৃতা করেন প্রকল্প পরিচালক এনামুল হক, ইউনিসেফ বাংলাদেশের শিক্ষা প্রধান ক্রিষ্টিনা ডি অগাষ্টিন।

রাজধানীর তেজগাঁওস্থ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো ভবনে আয়োজিত দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে কর্মজীবী শিশুরা বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এসব শিশুর মাঝে স্কুল ব্যাগ বিতরণ করেন।